একক ১৫ ❐ ভাষা পরিকল্পনা

গঠন

১৫.১ উদ্দেশ্য

১৫.২ প্রস্তাবনা

১৫.৩ ভাষা পরিকল্পনার সংজ্ঞা নির্ধারণ

১৫.৪ ভাষা সংস্কার

১৫.৫ ভাষা পরিকল্পনার নানা ক্ষেত্র

১৫.৬ সারাংশ

১৫.৭ অনুশীলনী

১৫.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে ভাষা নিয়ে যে নানাবিধ ভাবনা চিন্তা চলছে তার একটি পরিচয় লাভ করা যাবে।
- ভাষা পরিকল্পনা বলতে ঠিক কী বোঝায় সে সম্পর্কে ধারণা তৈরি হবে।
- ভাষা সংস্কারের প্রয়োজন কোথায় তা বোঝা যাবে।
- ভাষা সংস্কারের জন্য যে বিধিবদ্ধভাবে পরিকল্পনার প্রয়োজন তা বোঝা যাবে।

১৫.২ প্রস্তাবনা

মুখ দিয়ে বাগযন্ত্রের সাহায্যে যে অর্থবহ ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাই ভাষা। এই ভাষা লোকের মুখে মুখে নানা যুগে নানা স্থানে বিভিন্ন রকম রূপ পায়। যখন আমরা সেই ভাষার লিখিত রূপ দিই তখন মুখের ভাষার সঙ্গে অনেক তফাত দেখা যায়। অনেক দিন ধরে চলে আসা বানান-লিপি একসময়ে দেখা যায় স্থবির হয়ে পেড়েছে। তখন সেই অসংগতি দূর করার দরকার হয়। দরকার হয় সমস্যাগুলির সমাধান করা। আর রক্ষণশীল স্থবির নিয়মকে আধুনিক যুগের উপযোগী করে নিতে হয়।

এসব ক্ষেত্রে সরকার, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি সকলেরই ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। সকলের সক্রিয় ভূমিকায় সুচিন্তিত পরিকল্পনার দ্বারা ভাষাকে আরও গ্রহণযোগ্য ও সমস্যামুক্ত করার জন্য বিশেষ সহায়ক হয়। আর এই প্রচেষ্টাই

ব্রাইট, ফিশম্যান প্রমুখ কথিত প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত একটি বিষয় হয়ে ওঠে। একেই আমরা ভাষা পরিকল্পনা হিসাবে দেখি।

১৫.৩ ভাষা পরিকল্পনার সংজ্ঞা নির্ধারণ

সমাজ বদলায়। ভাষাও বদলায়। সমাজ ও ভাষা একে অন্যকে প্রভাবিত করতে পারে। ভাষার পরিবর্তন অসচেতন ভাবে যেমন হতে পারে তেমনি সচেতনভাবেও তার পরিবর্তনও ঘটানো যায়। সচেতনভাবে ভাষার এই পরিবর্তন ভাষার সমাজতত্ত্ব বা Sociology of language বলা যায়। আর এই পরিবর্তনে তত্ত্ব ভাষা-পরিকল্পনা বলে বর্তমান কালের ভাষাবিজ্ঞানীর কাছে গুরুত্ব পেয়েছে।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের বৈয়াকরণ পাণিনি সুচিন্তিতভাবে ভাষাকে মান্য রূপ দিয়েছিলেন। তাঁর এই ভাষাসংস্কারকে বলা যায় প্রথম ভাষা পরিকল্পনার উদাহরণ। এর পর দীর্ঘ সময় কেটে গেছে। আধুনিক যুগে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'International Communication-A symposium on Language Problem' গ্রন্থে ভাষা সমস্যা নিয়ে নানা আলোচনা হয়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে Edward Sapir 'Language is in a state of continuous flux' বলে মন্তব্য করেছেন। ভাষার এই পরিবর্তন ধর্মকে নিয়েই ভাবনা-চিন্তা আরম্ভ করেন অনেকে। গ্রন্থে বলেছিলেন, অনেকসময় সামাজিক প্রেরণার ফলে ভাষার পরিবর্তন হয়। সামাজিক প্রয়োজনে সুচিশ্চিতভাবে ভাষার পরিবর্তন করা ভাষা পরিকল্পনা মূল বিষয়। ভাষা পরিকল্পনা শব্দটি কিন্তু বেশি দিনের নয়। এই শব্দটি পরিভাষা হিসাবে ব্যবহার করেন Uriel Weinreicth ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সেমিনারের আলোচ্য বিষয় হিসাবে তিনি এই পরিভাষাটি ব্যবহার করেন।

Haugen ভাষাপরিকল্পনার তাত্ত্বিক দিকটি নিয়ে ভাবেন ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'planning for a Modern Language in Norway' সেখানে তিনি ভাষাপরিকল্পনার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

"কোন অসমরূপসম্পন্ন ভাষা-সম্প্রদায়ের লেখক ও বক্তার (কথক) পথ নির্দেশনার জন্য আদর্শ লিখনরীতি বা লিপিরীতি, ব্যাকরণ ও অভিধান তৈরির যে সব কাজ সেগুলোকে ভাষা পরিকল্পনা বলা যায়" [ডঃ মনসুর মুসা, ভাষা পরিকল্পনার সমাজতত্ত্ব পৃ-২]

১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি এটি ভাষার মান্যীকরণ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে করেন। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর 'Language Modernization and planning in Compsisons with other types of National Modernization and planning' প্রবন্ধে বলেন, রীতিমতো জাতীয় পর্যায়ে ভাষাসমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়াস হল জাতীয় পরিকল্পনা।

এ সংজ্ঞা সীমাবদ্ধ। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে Weistein 'The cliviv Tongue : Polotica consequences of Language choices' গ্রন্থে জানান যে, কোনো সমাজের যোগাযোগ সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার অনুমোদিত দীর্ঘমেয়াদী এবং সচেতন প্রয়াসে যদি ভাষার কার্য পরিবর্তন করা হয় তবে তাকে ভাষা পরিকল্পনা বলে। বলাবাহুল্য এ মতবাদও সীমাবদ্ধ।

'Rubin J and Jermudd, B. H.' সম্পাদিত গ্রন্থ 'Can Language be planned?' (1971) গ্রন্থে খুব সহজ করে বলা হয়েছে যে, প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সুচিন্তিত উপায়ে ভাষা পরিবর্তন করা হয়। আর তাই 'Language Planning is deliberate language change.'

১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে পুণ্যশ্লোক রায় Language Planning [Quest, No. 31] প্রবন্ধে বলেন যে, ভাষা

ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হলে তখন সেই সমস্যার পছন্দমতো সমাধানের জন্য সুপারিশ করা হল ভাষাপরিকল্পনা। তিনি ব্যক্তি এবং সরকার উভয়ের ভূমিকাকেই স্বীকার করেছেন। 'Jenudd' এবং 'Dasgupta' (1971) বলে, ভাষাসমস্যার সমাধানের জন্য রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যকলাপ হল ভাষা পরিকল্পনা।

"যে ভাষা আছে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা বা উন্নতি করা অথবা একটি নতুন সাধারণ আঞ্চলিক ভাষা জাতীয়, ভাষা বা আন্তর্জাতিক ভাষা তৈরি করার প্রণালীবদ্ধ কার্যকলাপ হচ্ছে ভাষাপরিকল্পনা"। [টৌলি, ১৯৭১, ২৫২, দ্রঃ মৃণালনাথ, ভাষা ও সমাজ পৃ-২৭০]

১৫.৪ ভাষা সংস্কার

ভাষা সংস্কারের ভারতে প্রথম উদ্যোগ নেন পানিনি। একথা আগেই বলা হয়েছে। পানিনি একক ভাবে এ চেষ্টা করলে তা এত ব্যাপক এবং দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত নিশ্চয়ই থাকত না। সম্ভবত তিনি প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য পেয়েছিলেন। তাহলে, এটিই ভাষাপরিকল্পনার প্রথম নিদর্শন।

পরবর্তীকালে ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে ফ্লোরেন্স ভাষা একাডেমি ভাষা পরিকল্পনায় সক্রিয় ভূমিকা নেয়। ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স, ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে স্পেনে এবং ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে সুইডেনে ভাষাপরিকল্পনার নানা কাজকর্ম আরম্ভ হয়। পানিনি ভাষার বিশুদ্ধিকরণ নিয়ে যেমন কাজ করেছিলেন এঁরাও তেমনি বিশুদ্ধিকরণ নিয়ে কাজ করেছেন।

● ভাষার আদর্শরূপ

উনিশ শতকে ইউরোপ-আমেরিকায় এবং অন্যত্র শিক্ষা বিস্তার হওয়ার ফলে প্রচুর পাঠ্য বইয়ের দরকার হল। ফলে, আদর্শ ভাষার দরকার হয়। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও এই আদর্শ বাংলা তৈরি করার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল। আর সে ক্ষেত্রে প্রধান উদ্যোগ নিয়েছিলেন ইংরেজ শাসকবৃন্দ।

● নতুন সরকারি ভাষা

বিশ শতকে রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে জাতিভিত্তিক নতুন নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হল। রাজনৈতিক কারণে সরকারি ভাষার প্রয়োজন দেখা দিল সেইসব নতুন রাষ্ট্রে। যেমন ১৯১৭ তে ফিনল্যান্ড, ১৯২১ এ আয়ারল্যান্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রের উদ্ভব হল। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে নরওয়ে, ১৮২৯-এ গ্রিস, ১৯৪৮এ ইসরায়েল প্রভৃতি রাষ্ট্রের নব অভ্যুত্থান ঘটল। ফলে, নতুন সরকারি ভাষা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হল। ইসরায়েলে হিব্রুভাষার অভ্যুত্থান ঘটল। এসব কাজে সরকার, প্রতিষ্ঠান বা ভাষা একাডেমি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানিক কোথাও বা ব্যক্তির উদ্যোগ দেখা গিয়েছিল। আদিম নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা শিক্ষার সহায়ক হিসাবে ক্ষুদ্র ভাষাসম্প্রদায়ের ভাষাগুলির একটি আদর্শরূপ এই সময়ে দেওয়া হয়েছিল। আর এ ক্ষেত্রে খ্রিস্টান মিশনারীই প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন।

● নতুন লিখিতরূপ

বাইবেল অনুবাদ ও ধর্মপ্রচারের জন্য তাঁরা বহু ভাষার লিখিত রূপ দিয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে ভাষাবিজ্ঞানের সামার স্কুল-ও বহু ভাষার লিখিত রূপ দিয়েছিলেন। ১৯২০, ১৯৩০-এর প্রথম দিকে রাশিয়ার সরকার সোভিয়েত দেশে 'কোলা সামিম'-এর মতো বেশ কিছু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষার লিখিত রূপ দেন।

● ভাষা পুনর্গঠন

উনিশ ও বিশ শতক ধরে ভাষা পুনর্গঠন নিয়ে কাজকর্ম শুরু হয় ও চলতে থাকে। হাঙ্গেরীয়, নরওয়ে, চীনা, তুর্কি, হিব্রু প্রভৃতি ভাষার লিপি, বানান, ব্যাকরণ ও শব্দকোষ প্রভৃতি পুনর্গঠিত হতে থাকে। এর মধ্যে নরওয়ে ও তুর্কি ভাষায় পরিবর্তন ঘটে সবচেয়ে বেশি করে।

E. H. Jahr জানান, ১৯৬০ এর দশকে একটি আলাদা শাখা হিসাবে ভাষা পরিকল্পনা সমাজবিজ্ঞানের একটি অংশ রূপে যুক্ত হয়। ভাষাতাত্ত্বিক সমস্যা নিয়ে আগ্রহ তৈরি হয়। তৃতীয় বিশ্বে বহুভাষা সমস্যা নিয়ে কাজকর্ম আরম্ভ হতে থাকে। ভাষা পরিকল্পনার তাত্ত্বিক আলোচনার প্রয়োজন ঘটে। নরওয়ের ভাষাপরিকল্পনা নিয়ে Haugen আলোচনা আরম্ভ করলেন। তাঁর এই ভাষা আলোচনার সূত্রে পরিকল্পনা একটি তাত্ত্বিক মডেল নির্মিতি পায়। আর প্রায় তখন থেকেই ভাষাপরিকল্পনা সামাজিকভাষাবিজ্ঞানের একটি উন্নত শাখা হিসেবে পরিগণিত হতে থাকে। নানা রকমের গবেষণার কাজও আরম্ভ হয়ে যায়।

১৯৮৭ তে Fishman যে কথা বললেন তার অনুসরণে বলা যায় যে, ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য এবং ভাষার উপাদানগুলির লক্ষ্য পূরণের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন উপাদান ও পদ্ধতি প্রয়োগ করাই হল ভাষা পরিকল্পনা পুরনো প্রয়োগ যেগুলি বাদ দেবার সেগুলি বাদ দেওয়া আর গ্রহণযোগ্য উপাদান গ্রহণ করা এর অন্তর্গত।

এক কথায় ভাষা পরিকল্পনার সংজ্ঞা দেওয়া বোধহয় দুরুহ। ভাষা পরিকল্পনা বলতে বোঝায়

- কোনও একটি সমাজে, সাধারণ জাতীয় স্তরে, ভাষার সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া।
- ভাষা পরিকল্পনার মাধ্যমে কোনও ভাষার মৌখিক, লিখিত বা যে কোনও একটি বৈচিত্র্যের ভাষাতাত্ত্বিক আদর্শ নির্দেশ করা হয়।
- কোনও ভাষার মৌখিক বা লিখিত বা যে কোনও একটি বৈচিত্র্যের ভাষাতাত্ত্বিক আদর্শ সংরক্ষণ করা হয়।
- কোনও ভাষার মৌখিক বা লিখিত বা কোনও একটি বৈচিত্র্যের সামাজিক অবস্থান বা মর্যাদা বদলানো হয়।
- কর্মসূচি ঘোষণা করে ভাষা পরিকল্পনা করা হয়।
- নির্ধারিত বিষয় নিয়ে তত্ত্ব পরিকল্পনা করা হয়।
- নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে ভাষা পরিকল্পনা করা হয়।
- 'সরকারি কমিটি, প্রতিষ্ঠান কিংবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অথবা সরকারিভাবে নিযুক্ত কোনো ভাষাবিজ্ঞানীর মাধ্যমে ভাষাপরিকল্পনা করা হয়।
- ভাষাপরিকল্পনার প্রধান কাজ ঊর্ধ্ব সামাজিক মর্যাদাযুক্ত লিখিত আদর্শ স্থাপন করা।
- এই লিখিত আদর্শকে মৌখিক আদর্শ অনুসরণ করে।

Language Planning এর বাংলা পরিভাষা হল ভাষা-পরিকল্পনা। অনেক Language Planning অর্থে বলতে চেয়েছেন "Language Engineering" বা ভাষাপ্রযুক্তি। যেমন ১৯৪৬-তে springer, ১৯৭১ Sibayan প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানী এই ভাষাপ্রযুক্তির কথা বলেছেন। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভাষার উন্নয়ন বিষয়ে সচেতন প্রয়াস হল ভাষাপ্রযুক্তি। কিংবা সরকারি নির্দেশে ভাষা ব্যবহারকে প্রভাবিত করা হল ভাষাপ্রযুক্তি। বিভিন্ন ধরনের সংযোগ মাধ্যম যথা টিভি, রেডিয়ো ইত্যাদির মাধ্যমে সেই পরিবর্তন নির্দেশ করা হল ভাষাপ্রযুক্তি।

কেউ কেউ ভাষা পরিকল্পনা না বলে বলেছেন Glottoploitcs বা রাজনৈতিক শব্দ নীতি, যেমন ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে Karam 'Towards a Definition of Language Planning' প্রবন্ধে এই রাজনৈতিক শব্দ-রীতির

কথা বলেছেন। ঔপনিবেশিক অঞ্চলে বা অন্যত্র দ্বিভাষিকতা যেখানে যেখানে আছে সেই সব অঞ্চলে সরকারিনীতির প্রয়োগ বোঝাতে এই পরিভাষাটি তিনি ব্যবহার করেছেন।

ভাষাপরিকল্পনার বদলে Language Development বা ভাষা উন্নয়নও অনেকে বলেছেন। এ বিষয়ে মৃণাল নাথ ভাষা ও সমাজ (১৯৯৯) গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

হনলুলুর 'East West Center'-এ ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ভাষা পরিকল্পনা পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা আরম্ভ হয়। এক দশক ধরে কাজকর্ম চলে। ভারতবর্ষ, ইসরায়েল, ইন্দোনেশিয়া, সুইডেন প্রভৃতি দেশের ভাষাসমস্যা নিয়ে গবেষণা হয়েছে। এ বিষয়ে Rubin & Jermudd (১৯৭১), Fishman (১৯৭৪), Cobarrubias & Fishman (১৯৮৩) প্রমুখের গবেষণা প্রকাশ পেতে থাকে। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে Rubin ও Jermudd ভাষাপরিকল্পনার গ্রন্থতালিকা প্রকাশ করেন। হনলুলুতে ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 'Language Planning News letter' প্রকাশ পায়। আর ১৯৮৬ থেকে ভারতবর্ষের মহীশূর থেকে 'New Langugage Planning News letter' প্রকাশিত হয়। ১৯৭৭ থেকে 'Language Problems and Language Planning' বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ পেতে থাকে।

১৫.৫ ভাষা পরিকল্পনার নানা ক্ষেত্র

ভাষাপরিকল্পনা নিয়ে যেসব আলোচনা হয়েছে তা থেকে কতকগুলি বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা ভাষাপরিকল্পনার নানাক্ষেত্র বিষয়ে একটি ধারণা তৈরি করে নিতে পারি। একটি হল প্রয়োগগত দিক। অন্যটি বিষয়বস্তুগত। এগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

১. প্রয়োগগত

ক. ভাষা পরিকল্পনা প্রথমে হয়তো ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে কিন্তু পরে তা সমষ্টিতে প্রবেশ করে। আর সেক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ও সরাকরি উদ্যোগ বিশেষ ভূমিকা নেয়। একে collective consciousness বা সমূহিক সচেতনতা হিসাবে দেখা উচিত।

খ. ভাষা পরিকল্পনা সমাজভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত হলেও এর কাজ অনেকটা নির্দেশমূলক ভাষাবিজ্ঞানের (Prescriptive Linguistics) মতো।

গ. উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে ভাষা পরিকল্পনা বিশেষভাবে জরুরি। অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও ভাষা পরিকল্পনার প্রয়োজন অবশ্য আছে।

ঘ. ভাষা পরিকল্পনা সচেতন এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনা।

ঙ. সংসদ, প্রতিষ্ঠান, সরকার প্রভৃতির মাধ্যমে ভাষা পরিকল্পনা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। যাতে সাধারণ মানুষ সেগুলিকে মেনে চলার জন্য গুরুত্ব দেয়।

চ. ভাষা পরিকল্পনা হল তাত্ত্বিকনীতি।

ছ. ভাষা পরিকল্পনার তাত্বিক নীতি প্রচার ও প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য সরকার বা প্রতিষ্ঠান যে ভূমিকা গ্রহণ করবেন তাকে ভাষা নীতি বলে। ভাষানীতি গ্রহণ ছাড়া ভাষাপরিকল্পনা সম্পূর্ণ হয় না। তাই ভাষানীতি ও ভাষাপরিকল্পনার অন্তর্গত হবে।

২. বিষয়গত

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে kloss ভাষা পরিকল্পনার বিষয়বস্তুগত কয়েকটি দিক নির্দেশ করেন। এগুলি হল

ক. ভাষার মর্যাদা পরিকল্পনা।

রাষ্ট্রভাষা কী হবে তা নিয়ে সিদ্ধান্ত তৈরি করা।

উপভাষাকে আদর্শ বা মান্য ভাষার মর্যাদা দান।

খ. ভাষার অঙ্গ পরিকল্পনা।

- ভাষাকে মান্য রূপ দান।
- নতুন শব্দ নির্মাণ, পরিভাষা তৈরি করা।
- বানান সংস্কার করা।
- ভাষার রূপতত্ত্বে সমতা নিয়ে আসা।
- লিপি সমস্যা।
- যে কোনো ভাষাগত শৃঙ্খলা আনা।

Hangen ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে বিষয়বস্তুগত যে ভাগগুলি দেখান পরে ১৯৮৪ তে তার একটি পরিমার্জিত রূপ তৈরি করেন এগুলি হল—

ক. একটি আদর্শ রূপ নির্বাচন করা।

খ. ভাষাকে সংকেতবন্ধ করা।

গ. প্রয়োগ।

ঘ. প্রসারণ।

Hangen প্রদত্ত বিশেষ কার্যকরী বলে অনেকে গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন দেশে ভাষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই মডেলটি গৃহীত হয়েছে।

Klon এর বিভাজন ভাষা পরিকল্পনা দুটি ভিন্ন কাজকর্মের কথা জানায়। Hangen এর মডেল ভাষার অঙ্গ বিভাজন বিষয়ে বেশি কার্যকরী।

E. H. Jahr জানান ভাষা পরিকল্পনা নিয়ে অজস্র কাজকর্ম হচ্ছে এবং হয়ে চলেছে কিন্তু সে সব কাজকর্মের প্রধান লক্ষ্য বর্ণনা করা। তত্ত্ব তৈরি করা নয়। তত্ত্ব নির্মাণ বিষয়টিও ভাষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

১৫.৬ সারাংশ

ভাষা পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায় তা আলোচনা করতে গিয়ে দেখা হল যে, কোনও ভাষার সমস্যাগুলি সুচিন্তিত ও পরিকল্পিতভাবে সমাধান করার জন্য যে সক্রিয় ভূমিকা সরকার, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে নেওয়া হয় তাকে ভাষা পরিকল্পনা বলে। ভাষা সংস্কারের নানা দিক আছে। যথা আদর্শ রূপ তৈরি, সরকারি ভাষা তৈরি, নতুন লিখিত রূপ বা ভাষা পুনর্গঠন করা ইত্যাদি। ভাষা পরিকল্পনার প্রয়োগগত ও বিষয়বস্তুগত নানা ক্ষেত্রে রয়েছে।

১৫.৭ অনুশীলনী

১। ভাষা পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়, তা আলোচনা করুন।

২। ভাষা সংস্কারের বিভিন্ন দিক নির্দেশ করুন।

৩। ভাষা পরিকল্পনার বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

১৫.৮ গ্রন্থপঞ্জি

নাথ, মৃণাল, ১৯৯৯, ভাষা ও সমাজ

মুসা, মনসুর, ১৯৮৫, ভাষা পরিকল্পনার সমাজভাষাতত্ত্ব। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

হুমায়ুন রাজীব, ২০০১, সমাজভাষাবিজ্ঞান।

Rubin, J, Fishman, J. A. & Ferguson, F. E (Eds.) 1977 Language Planning Processes, The Hague : Maoton.